Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল কুরআনের গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম আক্তার

রোলঃ 216022079

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল কুরআনের গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম আক্তার

রোলঃ 216022079

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আল কুরআনের গুরুত্ব ও ফযিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মরিয়ম আক্তার, আইডিঃ 216022079 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আল কুরআনের গুরুত্ব ও ফযিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মরিয়ম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

মরিয়ম আক্তার

আইডিঃ 216022079

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ 6

কুরআন একটি গতিশীল গ্রন্থঃ 6

কুরআন (القرآن) শব্দের অর্থঃ 7

মানুষের উপর কুরআন শরীফের প্রভাবঃ 7

কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ঃ 7

রমযানসহ সারাবছর কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের তাগিদঃ 15

নবীজী নিজেও তিলাওয়াত করতেন এবং সাহাবীদের থেকেও তিলাওয়াত শুনতেন 16

আল্লাহ তা’আলা নিজেই কুরআন সংরক্ষনের দায়িত্ব নিয়েছেনঃ 17

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ফজিলতঃ 18

কুরআন শিক্ষা ফরযঃ 19

কুরআন প্রচারের জন্য শিক্ষা লাভ করাঃ 19

পরিবার পরিজন ও সন্তানদের শিক্ষা দেয়া: 21

কুরআন শিক্ষায় করণীয় 22

আল -কুরআনের আমলকারীর মর্যাদা: 23

যারা তিলাওয়াত করে তাদেরকে আল্লাহর রহমত আচ্ছাদিত করে নেয় 27

কুরআন তিলাওয়াত : যার প্রতি হরফে রয়েছে দশ নেকী 28

উত্তমভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ থাকবেন সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে 29

তিলাওয়াতকারীদের জন্য কুরআন সুপারিশ করবে 30

কিয়ামতের দিন ছাহিবে কুরআনকে দেওয়া হবে বিশেষ মর্যাদা 31

কুরআন তিলাওয়াতকারী : যার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া কাম্য 32

যে তিলাওয়াত করে আর যে করে না তাদের দৃষ্টান্ত 34

কোরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ 36

আল-কোরআনের মধ্যে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান 36

সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখা ও শেখানোর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামঃ 37

কোরআন তেলাওয়াত একটি লাভজনক ব্যবসা 48

কোরআন পড়া উত্তম সম্পদ অর্জন 48

কুরআন তিলাওয়াতের প্রাসঙ্গিক ফায়েদা 52

নির্দিষ্ট সূরার প্রতি আগ্রহ 57

কুরআনকে বানিয়ে দিন হৃদয়ের বসন্ত 58

উপসংহারঃ 60

ভূমিকাঃ

বই শব্দটি এসেছে ওহি থেকে। ওহি থেকে বহি, তারপর বই। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো আল-কোরআন। তার ভাষা, বর্ণ, বর্ণনা, সাহিত্য, উপমা, কাব্য ও গদ্যরীতি, রসবোধ পৃথিবীর সব গ্রন্থকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে। জগতের এ বইয়ের নির্মাতা স্বয়ং আল্লাহ। এবং তা অবতীর্ণও হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর।পৃথিবীতে কোরআন একমাত্র গ্রন্থ; যার ব্যাপারে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন মানুষের প্রতি। কোরআন ছাড়া অদ্বিতীয় কোনো গ্রন্থের ব্যাপারে নির্ভুল বলে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়নি। আল্লাহ বলেন, ‘এটা সেই গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুত্তাকিনদের জন্য এটা পথ নির্দেশ।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ০২)

কুরআন একটি গতিশীল গ্রন্থঃ

কুরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মুজেজা বা অলৌকিকতা। অন্যান্য সব নবী-রাসুলগণের মুজেজা এবং তাদের ওপর নাযিলকৃত কিতাব বা গ্রন্থ তাদের জীবন পর্যন্ত কার্যকর ও বিদ্যমান ছিল। কিংবা অন্য নবী আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ মুজেজা কোরআনুল কারিম তার মৃত্যুর পরও পূর্বের ন্যায় আপন বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান রয়েছে

পৃথিবীতে কোরআন একমাত্র গ্রন্থ; যার ব্যাপারে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন মানুষের প্রতি। কোরআন ছাড়া অদ্বিতীয় কোনো গ্রন্থের ব্যাপারে নির্ভুল বলে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়নি। আল্লাহ বলেন, ‘এটা সেই গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুত্তাকিনদের জন্য এটা পথ নির্দেশ।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ০২)

কুরআন (القرآن) শব্দের অর্থঃ

কুরআন (القرآن) শব্দের অর্থ পঠিত, তেলাওয়াতকৃত। যা সবকিছুকে শামিল করে। আর কুরআনকে ‘কুরআন’ এজন্যই বলা হয় যে, তাতে শুরু-শেষ, আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, প্রতিশ্রুতি-ধমক, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, উপদেশ, দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর ইঙ্গিত রয়েছে। আর সেইসাথে রয়েছে আয়াতগুলির একে অপরের সাথে অনন্য সমন্বয় ও সুসামঞ্জস্য।

মানুষের উপর কুরআন শরীফের প্রভাবঃ

কোরআন শরিফ শ্রবণ করলে মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সবার ওপর প্রভাব পড়ে। সবার মনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কোরআন পাঠের মহিমায় মানবহৃদয় হারিয়ে যায় রবের করুণাবৈভবে। মন প্রশান্ত হয়ে অন্য রকম ভালো লাগা তৈরি করে।

জুবাইর ইবনে মাতআম (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রাসুল (সা.)-কে মাগরিবের নামাজে সুরা তুর পড়তে শুনেন। মহনবী (সা.) যখন শেষ আয়াতে পৌঁছলেন, তখন জুবাইর বলেন যে, ‘মনে হলো যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে।’

কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه.

তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে, তাদেরকে আল্লাহ ও পরকালের পথে আহ্বান করার জন্যে, সঠিক পথের দিশা দেবার জন্যে আল্লাহ পাঠিয়েছেন অনেক অনেক নবী-রাসূল। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে দিয়েছেন কিতাব। পবিত্র কুরআন হচ্ছে সেই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ কিতাব, যা নাযিল করা হয়েছিল সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। কুরআন নাযিলের পর থেকে ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে শত-সহ্র বছর। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে এ কুরআনই এমন এক গ্রন্থ, এত দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও যাতে কেউ বসাতে পারেনি বিকৃতির সামান্য আঁচড়। শত্রুরা তো আর কম চেষ্টা করেনি! কিন্তু হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও তারা সফল হয়নি কুরআনকে মানুষের রচিত গ্রন্থ বলে প্রমাণ করায়। বরং কুরআন যখন অবিশ্বাসীদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেছে-

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

আমি আমার বান্দার ওপর যা নাযিল করেছি তা নিয়ে যদি তোমরা সামান্য সন্দেহেও থেকে থাক, তবে এর মতো একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আসো! আর তোমরা তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে (প্রয়োজনে) আহ্বান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক! -সূরা বাকারা (২) : ২৩

তখনো তারা একটি ছোট্ট সূরাও হাজির করতে পারেনি। তখনো পারেনি, এ আধুনিক কালেও নয়। এ বৈশিষ্ট্যে পাক কুরআন অনন্য। মানুষের হেদায়েতের জন্যে সর্বশেষ নাযিলকৃত এ গ্রন্থকে সংরক্ষণের ভারও নিয়েছেন মহান রাব্বুল আলামীন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

এ কুরআন আমিই নাযিল করেছি আর আমিই তা হেফাযত করব। -সূরা হিজ্র (১৫) : ৯

কুরআন আল্লাহর কালাম। নবী ও রাসূল হিসেবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কয়টি মৌলিক দায়িত্ব ছিল, সেসবের মধ্যে অন্যতম- মানুষকে কুরআনের শিক্ষা প্রদান করা। পবিত্র কুরআনের ভাষ্য-

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৬৪

নবীর পরবর্তীতে যখন কেউ তাঁর দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে, সে তো শ্রেষ্ঠ হবেই। উপরোক্ত হাদীসের বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই- যিনি প্রথমে কুরআনের শিক্ষার্থী হয়েছেন, এরপর কুরআনের শিক্ষক হয়েছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ।

শিক্ষকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা এমনিতেই অতুলনীয়। আর সে শিক্ষা যদি হয় দ্বীন ও ইসলামের, আল্লাহ ও পরকালের, তাহলে তো সোনায় সোহাগা! হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষকদের মর্যাদা এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন-

إِنّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتّى النّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَى الحُوتَ لَيُصَلّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَاسِ الخَيْرَ.

সন্দেহ নেই, যিনি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেন, তার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। তাঁর ফেরেশতাকুল, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের ভেতরে থাকা পিঁপড়াও, এবং মাছও এ ব্যক্তির জন্যে দুআ করে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫

আর এ শিক্ষক যদি সরাসরি কুরআনের শিক্ষক হন! কুরআনের ছোঁয়া তো যেখানেই লেগেছে, তা-ই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে অনুপম হয়ে আছে। রমযান মাস কুরআন নাযিলের মাস। মর্যাদার এ মাসের সঙ্গে অন্য কোনো মাসের তুলনা চলে! কুরআন নাযিল হয়েছে লাইলাতুল কদরে, আর এ এক রাতকে পবিত্র কুরআনেই ঘোষণা করা হয়েছে হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে। তাই যিনি কুরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, তিনি অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হতেই পারেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ دَلّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

কেউ যখন কাউকে কোনো ভালো কাজের পথ দেখিয়ে দেয়, সে ব্যক্তি কাজটি করে যে সওয়াব পাবে, যে তাকে এর পথ দেখিয়ে দিল সেও অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১৩১

কুরআনের শিক্ষক যিনি, এ হাদীস অনুসারে তিনি কী বিপুল পরিমাণ পুণ্যের অধিকারী হবেন, তা ভাবতে গেলেও আমাদেরকে আগে জেনে নিতে হবে- এ কুরআন আমাদের জীবনের সঙ্গে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পালিত ইবাদতের সঙ্গে কতটা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। প্রথমেই যে বিষয়টি আমাদের সামনে চলে আসে তা হল- কুরআন তিলাওয়াত আমাদের দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নফল হোক আর ফরজ হোক, প্রতিটি নামাযের প্রতি রাকাতেই আমাদের তিলাওয়াত করতে হয় এ কুরআন। নামাযে তিলাওয়াতের ন্যূনতম একটা পরিমাণ তো ফরয। এছাড়া নামাযে অধিক পরিমাণ তিলাওয়াতের জন্যে রয়েছে আরও অনেক পুরস্কার। যারা রাতে দিনে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকে, তাদের কথা ভিন্নভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর শুধুই কুরআন তিলাওয়াত- তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। একটি হাদীস লক্ষ করুন-

لاَ حَسَدَ إِلاّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلّمَهُ

اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهْوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

কেবল দুই ব্যক্তিকে নিয়েই হিংসা করা যায়- এক. যাকে আল্লাহ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন আর সে তা রাত ও দিনের বিভিন্ন প্রহরে তিলাওয়াত করতে থাকে; তার প্রতিবেশী তার তিলাওয়াত শুনে আক্ষেপ করে- আমিও যদি তার মতো শিখতে পারতাম, তাহলে এমন আমল আমিও করতাম! আরেকজন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে সত্যের পথে তা ব্যয় করতে থাকে। (তাকে দেখে) অন্যরা বলে, আমারও যদি তার মতো সম্পদ থাকত, তাহলে আমিও এমন করতাম! -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৬

এ কুরআনই তো একমাত্র গ্রন্থ, যার শাব্দিক পাঠও ইবাদত, তা বুঝে হোক কিংবা না বুঝে। রয়েছে তিলাওয়াতের প্রতিটি হরফে হরফে নেকী লাভের ঘোষণা। তাও একেক হরফে দশটি করে-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

কুরআনের যে একটি হরফ পাঠ করল তার জন্যে রয়েছে একটি নেকী। আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান! -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১০

কুরআন পড়তে শেখার পর এভাবে যে আমল করবে, ফরয নামাযে তিলাওয়াত করবে, নফল নামাযে পড়বে, নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করবে, বুঝে কিংবা না বুঝে, দেখে কিংবা না দেখে, তার আমলনামা কতটা সমৃদ্ধ হবে! বলার কথা হল, দিনে রাতে এভাবে আমল করে সে যে সওয়াব অর্জন করবে, যিনি তাকে কুরআন পড়তে শিখিয়েছেন, হাদীসের ভাষ্য অনুসারে এর সমপরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায়ও যোগ হতে থাকবে। এ ধারা তো চলমান। মৃত্যুর মধ্য দিয়েও শেষ হয় না পুণ্যের এ স্রোতে। হাদীসের কথা-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সকল আমলের দুয়ারই বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল এর ব্যতিক্রম- এক. সদকায়ে জারিয়া, দুই. উপকারী ইলম, তিন. তার জন্যে দুআ করে এমন নেক সন্তান। -সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৩৬৫১

এ তো গেল শুধুই শাব্দিক তিলাওয়াতের কথা। এর বাইরে রয়ে গেছে কুরআন শিক্ষার বিশাল জগৎ। কুরআনকে নাযিলই করা হয়েছে মানুষের হেদায়েতের জন্যে, হক ও বাতিলের পরিচয় তুলে ধরার জন্যে, সত্য আর মিথ্যাকে স্পষ্ট করে দিয়ে আল্লাহর পথের সন্ধান দেবার জন্যে। আর কুরআনের হেদায়েত গ্রহণ করার জন্যে কুরআনের অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা বোঝার বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের মর্ম অনুধাবন করা, এর বিধানাবলি আহরণ করা- এ এক সুবিশাল সমুদ্র। শুধুই আরবী ভাষা শিখে কেউ যদি পবিত্র এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করতে শুরু করে, পদস্খলন তার অনিবার্য। কুরআনের ব্যাখ্যা ও তাফসীর করতে গেলে আরবী ভাষার পাশাপাশি পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে হাদীস শরীফেরও। হাদীসকে বলাই হয় কুরআনের ব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

আমি তোমার কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যেন মানুষের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করতে পার এবং যেন তারা চিন্তা করে। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৪

এমন আয়াত আরও আছে। মানুষকে তাই কুরআনের মর্ম কুরআনের বিধানাবলি কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক দায়িত্ব। সঙ্গত কারণেই তাঁর মুখনিঃসৃত হাদীস সামনে রেখেই পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করতে হবে। শুধু কি তাই, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর

পবিত্র জীবনটাকেও গড়ে তুলেছিলেন কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে। এজন্যেই তো আমরা দেখি, সাহাবায়ে কেরাম যখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ সম্পর্কে জানতে চাইলেন তখন তিনি তাদেরকে খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন-

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ.

তাঁর আচরণ তো 'কুরআন'! -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৫৩০২

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা জানতে হলে তাই আমাদের জানতে হবে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতও। তাঁর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম কতটা সময় নিয়ে কত গভীরভাবে কুরআন শিখতে চেষ্টা করেছেন এর একটা নমুনা আমরা পাই বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ 'মুয়াত্তা' থেকে। ইমাম মালেক রাহ. বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আট বছর ধরে কেবল সূরা বাকারাই শিখেছেন। (দ্র. মুয়াত্তা মালেক, হাদীস ৪৭৯)

কী আশ্চর্য! একজন মেধাবী বিচক্ষণ কুরাইশ বংশীয় তরুণ সাহাবী, জন্মগতভাবেই আরবীভাষী, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই প্রিয় পাত্র, তিনি আট বছর সময় ব্যয় করেছেন এক সূরা বাকারা শেখার পেছনেই! আসলে কুরআনের জগৎ এমনই সুবিশাল। আমরা যদি একেবারে আক্ষরিক অর্থেও প্রথমোক্ত হাদীসটি নিয়ে ভাবি, তাহলে শ্রেষ্ঠত্বের এ কাতারে শামিল হবেন- যারা বাচ্চাদেরকে মক্তবে পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে শেখান, যারা মসজিদে কিংবা মাদরাসায় বা অন্য কোথাও বয়স হয়ে যাওয়া মুসলমানদের কুরআন পাঠ শুদ্ধ করার খেদমত করছেন, হিফযখানায় যারা ছাত্রদের হাফেযে কুরআন হিসেবে গড়ে তুলছেন, যারা কুরআনের শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ তাজবীদ শেখান, যারা কুরআনের তাফসীর শেখান, কুরআনের অর্থ মর্ম ও ব্যাখ্যা শেখান, কুরআনের বিধান শেখান, এমন আরও অনেকেই-যারা সরাসরি কুরআনের সঙ্গেই যুক্ত। আর কুরআন বোঝার জন্যে, কুরআনের তাফসীর শেখার

জন্যেই যেহেতু হাদীসের জ্ঞানার্জনও অপরিহার্য, তাই যারা হাদীসে নববীর পাঠদান করেন, সেরাদের কাতারে শামিল হবেন তারাও। যারা মানুষকে কুরআনে সরাসরি বর্ণিত কিংবা কুরআন থেকে আহরিত মাসায়েল শেখান, তারাও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি যারা কুরআন শেখার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে আরবী ভাষাজ্ঞানের শিক্ষা দেন, আরবী ব্যাকরণ শেখান, কুরআনের ভাষা-অলংকার বোঝার জন্যে বালাগাত শাস্ত্র শেখান, আরবী সাহিত্য শেখান, তাদেরকেও সেরাদের এ কাফেলা থেকে দূরে রাখার সুযোগ কোথায়! নামাযের জন্যেই যেমন ওজু জরুরি, ফলে নামাযের মতো ওজুও ফরয, তেমনি আরবী ভাষা-ব্যাকরণ-বালাগাত ইত্যাদি সবই তো কুরআন বোঝার জন্যেই। তাই কুরআনের শিক্ষকের যে মর্যাদা, তা সঙ্গত কারণেই ভাষাশিক্ষকেরাও লাভ করতে পারেন। আল্লাহর রহমতের ভা-ার যেখানে অসীম অফুরন্ত, সেখানে আমরা এমনটা আশা করতেই পারি।

তথ্যসূত্রঃ

মাসিক আলকাউসার - কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী : হাদীসের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মানুষ (alkawsar.com)

রমযানসহ সারাবছর কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের তাগিদঃ

এ মাসে মুমিন মাত্রই কুরআনের সাথে এক অকৃত্রিম স্বর্গীয় সখ্যতা গড়ে উঠেছে। দিনের সিয়াম, রাতের কিয়াম, তারাবীহ-তাহাজ্জুদ, যিকির-তিলাওয়াত ও অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়েছে তার ঈমানী যিন্দেগী। সজীবতা ফিরে পেয়েছে তার ঈমানী চেতনা।

বস্তুত রমযানকে ঘিরে কুরআন মাজীদের সাথে একজন মুমিনের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। কুরআনের নূরে স্নাত হয় তার দেহমন। আল্লাহ তাআলা কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্কের চিত্রায়ণ করেছেন অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিমায়-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। -সূরা আনফাল (০৮) : ০২

রমযানে একজন মুমিন বান্দা তাকওয়ার যে চর্চা করেছে তা বছরব্যাপী অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন কুরআনের সাথে এই সেতুবন্ধন অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখা। পবিত্র রমযানুল মুবারকের ওসিলায় কুরআনের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার প্রধান একটি উপলক্ষ্য হচ্ছে তিলাওয়াতে কুরআন। বছরজুড়ে যদি আমরা তিলাওয়াতের এ ধারা অব্যাহত রাখি, পাশাপাশি যদি জাগরূক থাকে কুরআনের বার্তা ও বিধানের উপলব্ধি তাহলে আমাদের ঈমানী নূর আরো উদ্দীপ্ত হবে, কলব যিন্দা থাকবে এবং তাকওয়ার সোপান বেয়ে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভের একটি কার্যকরি মাধ্যম সাব্যস্ত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ الَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ کِتٰبَ اللّٰہِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰھُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِیَۃً یَّرْجُوْنَ تِجَارَۃً لَّنْ تَبُوْرَ، لِیُوَفِّیَھُمْ اُجُوْرَھُمْ وَ یَزِیْدَھُمْ مِّنْ فَضْلِہٖ اِنَّہٗ غَفُوْرٌ شَکُوْرٌ.

যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসার আশাবাদী, যা কখনও লোকসান হয় না, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী। -সূরা ফাতির (৩৫) : ২৯-৩০

কারো কারো কথা ও কাজ থেকে মনে হয়, তিলাওয়াত শুধু রমযানের জন্য। না, এমনটি কখনই নয়। কুরআনের তিলাওয়াত গোটা বছরের জন্য, সারা জীবনের জন্য। কুরআন-সুন্নাহয় তিলাওয়াতে কুরআনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য ঘোষণা করা হয়েছে নানাবিধ ফযীলত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা এমনই কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

নবীজী নিজেও তিলাওয়াত করতেন এবং সাহাবীদের থেকেও তিলাওয়াত শুনতেন

নবীজী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। হাদীস ও সীরাতের কিতাবে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। নামাযে, নামাযের বাইরে, রাতের আঁধারে, দিনের আলোতে সর্বাবস্থায় তিনি তিলাওয়াত করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবীজী এত দীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করতেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮১৯, ২৮২০)

রমযান মাসে হযরত জিবরীল আ.-কে নবীজী পূর্ণ কুরআন শোনাতেন এবং জিবরীল আ. থেকেও পূর্ণ কুরআন শুনতেন। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৬)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নিজে তিলাওয়াত করতেন তেমনি সাহাবীদের থেকেও তিলাওয়াত শুনতেন। একবার নবীজী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বললেন, তুমি আমাকে একটু তিলাওয়াত করে শোনাও তো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে তিলাওয়াত শোনাব, আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল হয়েছে! নবীজী বললেন, আমার মনে চাচ্ছে, কারো থেকে একটু তিলাওয়াত শুনি! এ শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূরা নিসা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে যখন এ আয়াত পর্যন্ত আসলেন-

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ شَهِيْدًا.

[সুতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন (তাদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং (হে নবী), আমি তোমাকে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব? -সূরা নিসা (০৪) : ৪১]

এতটুকু তিলাওয়াত করার পর নবীজী বললেন, ঠিক আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবীজী থামতে বলার পর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৫৫, ৪৫৮২, ৫০৪৯)

আল্লাহ তা'আলা নিজেই কুরআন সংরক্ষনের দায়িত্ব নিয়েছেনঃ

কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহর। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মক্কা মদিনার কোলে মহানবীর ওপর কোরআন নাযিল হয়। কোরআন শুরুতে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, দেড় হাজার বছর পরও তাতে বিন্দুমাত্র রদবদল হয়নি। কোনো পবিবর্তন পরিবর্ধনের ছোঁয়া লাগেনি। পৃথিবীর অন্য গ্রন্থের ব্যাপারে এমন কল্পনাও করা যায় না।

মানুষের অন্তরে নির্ভুলভাবে কোরআন বেঁচে আছে। নির্ভুল এই কোরআন একটি ছোট বাচ্চার পবিত্র কলবেও নির্ভুলভাবেই বেঁচে থাকে। কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ নিজে। আল্লাহ বলেন 'নিশ্চয় আমি উপদেশ গ্রন্থ নাযিল করেছি এবং তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আমার নিজের।' (সুরা হিজর, আয়াত : ৩৭)

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ফজিলতঃ

কোরআন একমাত্র গ্রন্থ যা পাঠ করলে সওয়াব হয়। প্রতি হরফে হরফে পুণ্য হয়। পাঠকারীর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।

এই গ্রন্থ পাঠ করলে অফুরান সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাদিসে বিধৃত হয়েছে 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব কোরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, সে একটি নেকি পাবে। আর প্রতিটি নেকি লেখা হয় দশগুণ। আমি বলি না আলিফ-লাম-মিম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মিম একটি হরফ।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৯১০)।মাত্র এক মাস হলো সিয়াম নাযিলের মাস রমজানুল মোবারক।মুমিন মাত্রই কুরআনের সাথে এক অকৃত্রিম স্বর্গীয় সখ্যতা গড়ে উঠেছে। দিনের সিয়াম, রাতের কিয়াম, তারাবীহ-তাহাজ্জুদ, যিকির-তিলাওয়াত ও অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়েছে তার ঈমানী যিন্দেগী। সজীবতা ফিরে পেয়েছে তার ঈমানী চেতনা, রমজানকে ঘিরে কুরআন মাজিদের সাথে একজন মুমিনের সখ্যতা গড়ে ওঠে, এবং সম্পর্ক গভীর থেকে গভীর হয়,আল্লাহ তাআলা কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্কের চিত্রায়ণ করেছেন অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিমায়-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানের

উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। -সূরা আনফাল (০৮) : ০২

কুরআন শিক্ষা ফরযঃ

প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। যে নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করবে তাকে অবশ্যই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। কুরআন শিক্ষা করা এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিক্ষা করা ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: ١]

অর্থ: 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' [সূরা আলাক : ১]।

কুরআন শিক্ষায় কোন প্রকার অবহেলা করা যাবে না। উম্মাতকে কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، وَاتْلُوهُ»

অর্থ:'তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তিলাওয়াত কর' [মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ:৮৫৭২]।

কুরআন প্রচারের জন্য শিক্ষা লাভ করাঃ

কুরআন মাজীদে কুরআন প্রচারের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে নির্দেশের আলোকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম কুরআন প্রচার-প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে জানে না,সে কীভাবে তা প্রচার করবে? সুতরাং কুরআন প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করার জন্য তা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ﴾

المائ]٦٧ :دة] অর্থ: হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও [সূরা মায়িদাহ : ৬৭] সালাত আদায়ের জন্য কুরআন শিক্ষা: আল্লাহ তা‘আলা ঈমানদার বান্দাহদের উপর প্রতিদিন পাচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া সালাত আদায় হয় না। সালাত আদায় করার জন্যও কুরআন শিখতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] অর্থ: ‘অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়’[সূরা আল-মুযযাম্মিল: ২০]। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, « لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». অর্থ: ‘যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না তার সালাতই হয় না’। [সহীহ বুখারী:৭৫৬] জান্নাতে যাওয়ার জন্য কুরআন শিক্ষা: প্রত্যেক মুমিনের সর্বোচ্চ কামনা হলো জান্নাতে যাওয়া। তাই জান্নাতে যাওয়ার জন্য কুরআন শিক্ষা করতে হবে। হাদিসে এসেছে, « اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ» অর্থ: সিয়াম ও কুরআন কিয়ামাতের দিন মানুষের জন্য এভাবে সুপারিশ করবে যে, সিয়াম বলবে হে আমার রব, আমি দিনের বেলায় তাকে (এ সিয়াম পালনকারীকে) পানাহার ও যৌনতা থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবূল কর। অনুরূপভাবে কুরআন বলবে, হে আমার রব,আমাকে অধ্যয়নরত থাকায় রাতের ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবূল কর। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবূল করা হবে [মুসনাদ আহমাদ: ৬৬২৬]।

কিয়ামতে অন্ধ হয়ে উঠবে : যে কুরআন শিখা থেকে থেকে বিমুখ হয়ে থাকল, সে কতইনা দুর্ভাগা! আলকুরআনে এসেছে, ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴾ [طه: ١٢٤، ١٢٦] আর যে আমার যিক্র (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশচয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থয় উঠাবো। সে বলবে, হে আমার রব, কেন

আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন ? অথচ আমিতো ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নণ? তিনি বলবেন, অনুরুপভাবে তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অত:পর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল' [সূরা তাহা-১২৪-১২৬]। মূক, বধির অবস্থায় উঠবে: সবচেয়ে বড় হেদায়েত আল-কুরআন প্রত্যাখ্যানকারীদের কবর হবে সংকীর্ণ, যার দরুন তাদের দেহের পাঁজরগুলো বাঁকা হয়ে যাবে। অবশেষে কিয়ামতের দিন মূক ও বধির হয়ে উঠবে ।

আলকুরআনে এসেছে : وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا [الاسراء: আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায়, বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখন জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নি আরও বাড়িয়ে দেব। [সূরা বনি-ঈসরাইল:৯৭]

পরিবার পরিজন ও সন্তানদের শিক্ষা দেয়া:

প্রত্যেক মুসলিমকে তার পরিবার পরিজন ও সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুরআনে এসেছে, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦] অর্থ:'হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' [সূরা তাহরীম-৬]। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, « عَلَيْكُم بِالْقُرْآنِ ، فَتَعَلَّمُوْهُ وَعَلِّمُوْهُ أَبْنَائَكُمْ ، فَإِنَّكُمْ عَنْهُ تُسْأَلُوْنَ ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ» অর্থর্: কুরআনের বিষয়ে তোমাদের উপর অবশ্য পালনীয় এই যে, কুরআন শিক্ষা করা এবং তোমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া। কেননা এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার প্রতিদানও দেয়া হবে। [শরহে সহীহ বুখারী, ইবন বাত্তাল : ৪৬] ৫. ফযীলাতপূর্ণ সূরাগুলো বেশী বেশী তেলাওয়াত করা : ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা করা এবং সেগুলো বেশি বেশি তিলাওয়াত

করা। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِى لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ:.» 'তোমাদের কেউ কি রাত্রিকালে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াতে অক্ষম? তারা বললেন, কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়া পড়বে তিনি বললেন, (সূরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য' [সহীহ বুখারী: ৫০১৫] । অতএব যেসব সূরা ও আয়াত সম্পর্কে অধিক ফযীলত ও বেশি নেকীর কথা বর্ণিত হয়েছে এবং যেগুলো ভালোভাবে শেখা ও বেশি বেশি পড়া দরকার তার মধ্যে রয়েছে, শুক্রবার ফজর নামাজে সূরা আলিফ-লাম-সিজদাহ পড়া, ঘুমানোর আগে সূরা মুলক এবং ফরয নামাজের পর সূরা নাস, সূরা ফালাক ও আয়াতুল কুরসী পড়া।

কুরআন শিক্ষায় করণীয়

ভাল শিক্ষকের কাছে পড়া:

যিনি সহীহভাবে কুরআন পড়তে পারেন তার নিকটই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে যে শিক্ষকের কুরআন শিক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আছে তার কাছে পড়লে আরো ভাল হয়।

নিয়মিত পড়া : সহীহভাবে কুরআন শিক্ষার জন্য নিয়মিত সময় দেয়া দরকার। যদিও কম সময় হয়। প্রতিদিন শেখার মধ্যে থাকলে সহীহভাবে কুরআন শিক্ষা সহজ হবে এবং যা শেখা হবে তা আয়ত্ত্বে থাকবে।

মশক করা : কোন যোগ্য শিক্ষকের কাছে মশক করলে পড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। মশক হলো- শিক্ষক পড়বে তারপর সেভাবে ছাত্রও পড়বে। এ ছাড়া বিভিন্ন সিডির মাধ্যমেও মশক করা যায়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত ক্বারী মুহাম্মাদ সিদ্দিক মানশাওয়াভীর কুরআন প্রশিক্ষণ সিডির সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

আল -কুরআনের আমলকারীর মর্যাদা:

আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.) এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত সকল বাতিল দ্বীনের উপরে দ্বীন ইসলামকে বিজয় করার জন্য। আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।' (সূরা আস-সফ-৯)

আল-কোরআন বিশ্ব মানব সভ্যতার দরবারে সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ কিতাব। এ কিতাবের আমলকারীকে এবং কিতাবের বিধান প্রতিষ্ঠাকারীকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং পরিবারের লোকদের জন্য জান্নাতের শুপারিশ করার অধিকার দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'হজরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করবে এবং কোরআনকে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে। কোরআনে বর্ণিত হালালকে হালাল হিসেবে মেনে নেবে, হারামকে হারাম হিসেবে মেনে নেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং পরিবারের দশজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দিবেন যাদের সকলের ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল।' (সুনান আত-তিরমিযি)

পরকালীন জীবনে জান্নাত পাওয়ার জন্য এবং আল্লাহর কাছে উচ্চ মাকাম বা (উচ্চ মর্যাদা) পাওয়ার জন্য আমাদের সকলের আল-কোরআন অধ্যয়ন করা, নিজের জীবনে মেনেচলা এবং এই দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

আল-কোরআন শিক্ষার পথ হচ্ছে জান্নাতের পথ

আল-কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব এতই বেশি দেয়া হয়েছে যে, কুরআন শিক্ষার জন্য বা দ্বীন শিক্ষার জন্য যদি কেউ রাস্তায় বের হয় সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেলো। এবং যতক্ষণ সে এ কাজ থেকে ফিরে না আসলো ততক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় থাকলো। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত

তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীন শিক্ষা করার জন্য বের হলো, সে আল্লাহর রাস্তায় বের হলো যতক্ষণ না সে ফিরে আসলো।' (সূনান আত-তিরমিযি)

দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের পথ হচ্ছে জান্নাতের পথ। তাই জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো ব্যক্তি রাস্তায় চলতে থাকলে এ পথে চলতে চলতে সে এক সময় জান্নাতের সন্ধান পেয়ে যাবে। আর এ পথে থাকা অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা অর্জন করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।' (সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী)

একাজন মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আল-কোরআন শিক্ষার জন্য যেখানে যাওয়া প্রয়োজন যেতে হবে, যত কষ্টই হোক সে কষ্ট করতে হবে, এর পরেও আল-কোরআন শিক্ষা করতে হবে।

কোরআন বিহীন শরীর বিরান বাড়ির মত

আল-কোরআন এসেছে বিশ্ব মানবতার জীবনকে কোরআনের আলোয় আলোকিত করতে। সত্যের সন্ধান দেয়ার জন্য, অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য। তবে যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করবে না, কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করবে না, কোরআন নিয়ে গবেষণা করবে না অর্থাৎ যে দেহের মধ্যে আল-কোরআনের আলো নেয় সেটা উজাড় বাড়ির মতো, ছাড়া বাড়ির মতো। একটা ছাড়া বাড়িতে যেমন সাপ, বিচ্ছু, তেলাপোকা ইত্যাদি পোকা-মাকড় বসবাস করে। ঠিক তেমনি যে দেহের মধ্যে কোরআন নেই সেই দেহে শয়তান বাস করে। আল-হাদীসে এর সমর্থনে বর্নিত হয়েছে, 'হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যেই দেহের মধ্যে আল-কোরআনের কোনো শিক্ষা নেই সেই দেহটা হচ্ছে উজাড় বাড়ির মতো।' (সূনান আত-তিরমিযি)

আল-কোরআনের কথা সঠিক কথা

আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদেরকে পৃথিবীতে পঠিয়েছিলেন সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর আল-কোরআন হচ্ছে সেই ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র মানদ-। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,'নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদ- নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।' (সূরা হাদীদ-২৫)

আল-কোরআনই হচ্ছে সত্য কিতাব এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ বলেন, 'এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।' (সূরা আল-বাকারা-২) তাই সত্য কথা বলতে হলে, নেক আমল করতে হলে, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আল-কোরআন জানতে হবে, আল-কোরআন বুঝতে হবে, আল-কোরআনকে মেনে চলতে হবে, আল-কোরআন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করতে হবে। তাহলে উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে।

এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'কোরআন দিয়ে যে কথা বলে সে সত্য কথা বলে, কোরআন থেকে যে আমল করে সে তার প্রতিদান পাবে, কোরআন দিয়ে যে বিচার-ফয়সালা করে সে ন্যায় বিচার করে এবং যে কোরআনের দিকে মানুষকে আহবান করে সে সঠিক পথের সন্ধান পায়।' (সূনান আত-তিরমিযি)

তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আল-কোরআন শিখে তার আলোকে সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সর্বপরি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল-কোরআনকে মেনে চলা।

আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.) এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত সকল বাতিল দ্বীনের উপরে দ্বীন ইসলামকে বিজয় করার জন্য। আল -কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ "তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল

দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আস-সফ-৯)

আল -কুরআন বিশ্ব মানব সভ্যতার দরবারে সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ কিতাব। এ কিতাবের আমলকারীকে এবং কিতাবের বিধান প্রতিষ্ঠাকারীকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং পরিবারের লোকদের জন্য জান্নাতের শুপারিশ করার অধিকার দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ ، فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. "হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করবে এবং কুরআনকে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে। কুরআনে বর্ণিত হালালকে হালাল হিসেবে মেনে নেবে, হারামকে হারাম হিসেবে মেনে নেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং পরিবারের দশজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দিবেন যাদের সকলের ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিলো।" (সূনান আত-তিরমিযি)

পরকালীন জীবনে জান্নাত পাওয়ার জন্য এবং আল্লাহর কাছে উচ্চ মাকাম বা (উচ্চ মর্যাদা) পাওয়ার জন্য আমাদের সকলের আল -কুরআন অধ্যয়ন করা, নিজের জীবনে মেনেচলা এবং এই দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আল -কুরআন শিক্ষার পথ হচ্ছে জান্নাতের পথ: আল -কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব এতই বেশী দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন শিক্ষার জন্য বা দ্বীন শিক্ষার জন্য যদি কেউ রাস্তায় বের হয় সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেলো। এবং যতক্ষণ সে এ কাজ থেকে ফিরে না আসলো ততক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় থাকলো। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ "হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীন শিক্ষা করার জন্য বের হলো, সে আল্লাহর রাস্তায় বের হলো যতক্ষণনা সে ফিরে আসলো।" (সূনান আত-তিরমিযি) দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের পথ হচ্ছে জান্নাতের পথ। তাই জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন ব্যক্তি রাস্তায় চলতে থাকলে এ

পথে চলতে চলতে সে এক সময় জান্নাতের সন্ধান পেয়ে যাবে। আর এ পথে থাকা অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, عَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ» . "আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা অর্জন করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।" (সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী) একাজন মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আল -কুরআন শিক্ষা করার জন্য সেখানে যাওয়া প্রয়োজন যেতে হবে, যত কষ্টই হোক সে কষ্ট করতে হবে, এর পরেও আল -কুরআন

যারা তিলাওয়াত করে তাদেরকে আল্লাহর রহমত আচ্ছাদিত করে নেয়

কুরআন মাজীদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কালাম। যারা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা তথা তাদাব্বুর-তাফাক্কুর করে, কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে, কুরআন শিক্ষা দেয় এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। তাদের উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন, তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন এবং তাদের মর্তবা বুলন্দ করতে থাকেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

...وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السّ
كِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرّحْمَةُ وَحَفّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

...আর যারা আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে, তাদের প্রতি 'সাকীনা' তথা এক প্রকার বিশেষ প্রশান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছের ফিরিশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

আল্লাহ আমাদেরকে সেই মোবারক কাফেলায় শরীক করে নিন- আমীন।

কুরআন তিলাওয়াত : যার প্রতি হরফে রয়েছে দশ নেকী

কুরআন কারীমের তিলাওয়াতে রয়েছে বহুবিধ কল্যাণ ও উপকারিতা। জাগতিক, পারলৌকিক, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক। পৃথিবীর বুকে কুরআন কারীম একমাত্র কিতাব, যার তিলাওয়াতে রয়েছে হরফে হরফে নেকী। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়ল তার জন্য রয়েছে একটি নেকী। আর একটি নেকী দশ নেকী সমতুল্য। নবীজী বলেন, আমি বলছি না যে, আলিফ লাম মীম- একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১০

অতএব আলিফ লাম মীম তিলাওয়াত করলে কমপক্ষে ত্রিশ নেকী লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ। লক্ষ করার বিষয় হল, নবীজী দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলিম লাম মীম উল্লেখ করেছেন। আর এটি এমন এক শব্দ, যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। বুঝা গেল, কুরআন মাজীদের অর্থ না বুঝে পড়লেও রয়েছে অনেক সওয়াব, অনেক ফায়দা। আর যদি কেউ বুঝে বুঝে উপলব্ধির সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে তাহলে আল্লাহ তাকে আরো কত দেবেন, তা তো আল্লাহ পাকই ভালো জানেন!

কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলতের বিষয়টি হাদীসের এ বিবরণ থেকেও সুন্দর বুঝে আসে-

উকবা ইবনে আমের রা. বলেন, একবার আমরা সুফফায় অবস্থান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে এলেন। বললেন, আচ্ছা বল তো, কেউ বুতহান অথবা আকীকে গিয়ে উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দুটি উটনী নিয়ে আসবে। কারো উপর জুলুম করে নয়। কোনো অপরাধ করে নয়। কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে নয়; খুবই ন্যায়সঙ্গতভাবে। তোমাদের কে আছে এমনটি চাইবে? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরকম হলে তো আমাদের সবাই তা চাইবে। নবীজী বললেন, মসজিদে গিয়ে ইলম শেখা অথবা কুরআনের দুটি আয়াত পড়া, সেই দুই উটনী অপেক্ষা উত্তম। তিন আয়াত পড়া তিন উটনী থেকে উত্তম। চার আয়াত পড়া চার উটনী থেকে উত্তম। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৩)

তৎকালীন আরবে উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট উটনী ছিল অনেক মূল্যবান সম্পদ। নবীজী পার্থিব এ মূল্যবান সম্পদের তুলনা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন পরকালীন বিবেচনায় কুরআনের একেকটি আয়াত পড়া-শেখা কত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

উত্তমভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ থাকবেন সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে

মুমিন হিসাবে সকলের কর্তব্য হচ্ছে সহীহ শুদ্ধভাবে উত্তমরূপে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা। আর এর রয়েছে অনেক বড় ফযীলতও। আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ.

যারা উত্তমরূপে কুরআন পড়বে তারা থাকবে অনুগত সম্মানিত ফিরিশতাদের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যায় এবং কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯৮

নবীজীর এ হাদীসটি একদিকে যেভাবে তিলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী তেমনি কুরআন পড়তে যাদের কষ্ট হয়, মুখে আটকে আটকে যায়, তাদের জন্যও এ বাণী আশা সঞ্চারক এবং উৎসাহব্যঞ্জক। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী দ্বিগুণ সওয়াব। তিলাওয়াতের সওয়াব এবং তিলাওয়াতের জন্য যে কষ্ট হয় সেই কষ্টের সওয়াব। তাই যারা এখনো সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শিখিনি, সাবলীল তিলাওয়াত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি, তাদের হতোদ্যম হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে এবং দ্বিগুণ সওয়াব প্রাপ্তির আশায় মেহনত ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর এভাবে চেষ্টা করতে করতে যখন তিলাওয়াত সাবলীল হয়ে যাবে তখন তো কথাই নেই- আল্লাহর নেককার ফিরিশতাদের সঙ্গী হবে, ইনশাআল্লাহ।

তিলাওয়াতকারীদের জন্য কুরআন সুপারিশ করবে

যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে কুরআন কারীমকে নিজের সঙ্গী বানাবে কিয়ামতের দিন কুরআন তাকে ভুলবে না। কিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে কুরআন তাকে সঙ্গ দেবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে। আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ.

তোমরা কুরআন পড়। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার ‘ছাহিবের’ জন্য সুপারিশ করবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৪

কুরআনের ছাহিব কে? মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, ‘ছাহিবে কুরআন’ বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যিনি কুরআন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকেন। কুরআনের হেদায়েত ও বার্তাগুলো গ্রহণ করেন। কুরআনের বিধানগুলো আমলে নেন।

কুরআনের হিফয করেন। মোটকথা কুরআনই থাকে তার জীবনের আরাধনা। (দ্রষ্টব্য : কূতুল মুগতাযী আলা জামিইত তিরমিযী ২/৭৩২)

অতএব আমাদের ‘কুরআনের ছাহিব’ বা কুরআনওয়ালা হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। আর কুরআনের ছাহিব হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হচ্ছে ইহতিমামের সাথে তিলাওয়াত করা। আল্লাহ আমাদের এমন তিলাওয়াতের তাওফীক দান করুন, যার মাধ্যমে আমরা ‘ছাহিবে কুরআন’-এর মাঝে পরিগণিত হব- আমীন।

কিয়ামতের দিন ছাহিবে কুরআনকে দেওয়া হবে বিশেষ মর্যাদা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবনে যেভাবে ছাহিবে কুরআন বান্দাদের সম্মানিত করে থাকেন তেমনি আখেরাতেও তাদেরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يُقَالُ - يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ -

: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدّنْيَا، فَإِنّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا.

(কেয়ামতের দিন) ছাহিবে কুরআনকে বলা হবে, তুমি তিলাওয়াত করতে থাক এবং (উপরের দিকে) চড়তে থাক। তুমি উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে থাক যেভাবে দুনিয়াতে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে। কেননা তুমি যতটুকু পর্যন্ত পড়বে সেখানে হবে তোমার ঠিকানা। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৭৯৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৬৪

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يَجِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الكَرَامَةِ، ثُمّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُ لّةَ الكَرَامَةِ، ثُمّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً

.

قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

কিয়ামতের দিন (ছাহিবে কুরআনের সুপারিশের জন্য) কুরআন আগমন করবে। সে বলবে, ইয়া রব! আপনি তার পোশাকের ব্যবস্থা করুন। তখন তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। এরপর কুরআন আবার বলবে, ইয়া রব! তাকে আরো সম্মানিত করুন। তখন তাকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। এরপর কুরআন বলবে, ইয়া রব! আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তখন সেই ছাহিবে কুরআনকে বলা হবে, তুমি কুরআন পড়তে থাক আর (জান্নাতের সমুন্নত প্রাসাদে) চড়তে থাক। প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তাকে কল্যাণ দেওয়া হবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১৫

কুরআন তিলাওয়াতকারী : যার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া কাম্য

সচেতন ব্যক্তি মাত্রই যেকোনো কল্যাণ লাভে ঈপ্সিত থাকে। একজন সচেতন মুমিনের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। অপরের ভালো দেখে সে তার ধ্বংস কামনা করে না; বরং সে অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা নেয়। আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللّيْلِ، وَآنَاءَ النّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

কারো সাথেই হিংসা নয়, তবে দু'জন এর ব্যতিক্রম। প্রথমজন হল, আল্লাহ একজনকে কুরআন শেখার তাওফীক দিয়েছেন। ফলে সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। তার প্রতিবেশী তা শুনতে পেয়ে আফসোস করে বলল, হায় সে যেমন কুরআন পড়ে আমি যদি তেমন পারতাম, তাহলে তো তার মতো আমিও আমল করতাম!

অপরজন হল, আল্লাহ একজনকে সম্পদ দিয়েছেন। সেগুলো সে ন্যায়ের পথে খরচ করে। তা দেখে একজন বলল, হায় আমারও যদি তার মতো সম্পদ থাকত তাহলে আমিও তার মতো খরচ করতে পারতাম। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৬, ৪৭৩৮

কুরআন মাজীদ এত মহিয়ান নিআমত যে, আল্লাহ যাকে এ নিআমত দান করেন আর এর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ দিবারাত্রি তা তিলাওয়াত করে- এমন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়। আর এমন ব্যক্তিকে দেখে অনুপ্রাণিত হতে স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহিত করছেন।

প্রতি মাসে চাই কমপক্ষে একবার কুরআন খতম করা

মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় নির্ধারিত থাকবে কুরআন তিলাওয়াত ও তাফাক্কুর-তাদাব্বুরের (কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণের) জন্য। দিনের সূচনা তিলাওয়াতের মাধ্যমে হলে তো আরো ভালো কথা। এটা বরকতের ব্যাপারও বটে। তবে যাইহোক প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ তিলাওয়াত রুটিনে থাকা চাই।

সবচে সুন্দর হয় যদি মাসে অন্তত একটি খতম করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসে একবার খতম করতে বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি এরচে বেশি পারব। নবীজী বললেন, তাহলে বিশ দিনে খতম করো। তিনি বললেন, আমি আরো বেশি পড়তে পারব। নবীজী বললেন, তাহলে সাত দিনে খতম করো। এরচে বেশি পড়তে যেয়ো না। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫৯; সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭৬৭, ৫০৫৪)

এজন্য সাহাবায়ে কেরাম সাধারণত সাত দিনে কুরআন খতম করতেন। তবে কম হিম্মতওয়ালাদের জন্য নবীজী সহজ করে বলেছেন মাসে একবার খতম করতে। কাজেই আমরা যদি প্রতিদিন অন্তত এক পারা তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলি তাহলে সহজেই মাসে এক খতম হয়ে যায়। আর এই এক পারা একসাথে পড়াও জরুরি না।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে-পরে অল্প অল্প করে তিলাওয়াত করলেও তো এক পারা তিলাওয়াত হয়ে যায়।

প্রতিদিন কত সময় তো কত কাজে কেটে যায়! অপ্রয়োজনীয় কত ব্যস্ততায়ও তো চলে যায় কত সময়! কিন্তু তিলাওয়াতের মতো গুরুত্বপূর্ণ আমলের জন্য বের হয় না কিছু সময়। আসলে প্রয়োজন শুধু একটু সদিচ্ছা ও পরিকল্পনা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক নসীব করুন- আমীন।

যে তিলাওয়াত করে আর যে করে না তাদের দৃষ্টান্ত

নেককার-বদকার সবার জন্যই আল্লাহর কালাম। যে নিয়মিত তিলাওয়াত করে, যে করে না সবার জন্যই কুরআন। আমি চেষ্টা করব তিলাওয়াতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে, বরং আমার চেষ্টা থাকবে 'ছাহিবে কুরআন' হওয়ার। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই শ্রেণিকে উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে (এবং সে অনুযায়ী আমল করে) সে উতরুজ্জা ফলের মতো, যার স্বাদও ভালো ঘ্রাণও সুন্দর। আর যে কুরআন পড়ে না সে খেজুরের মতো। যার স্বাদ ভালো, তবে কোনো ঘ্রাণ নেই। আর যে বদকার ব্যক্তি কুরআন পড়ে সে রায়হানা সুগন্ধির মতো, যার ঘ্রাণ তো মোহনীয়, তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে বদকার ব্যক্তি কুরআন পড়ে না সে হানযালা ফলের মতো, যার স্বাদও তেতো, আবার কোনো সুবাসও নেই। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২০

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

تَعَلّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَءُوهُ وَأَقْرِئُوهُ، فَإِنّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِ
سْكًا يَفُوحُ بِرِيحِهِ كُلّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِئَ عَلَى مِسْكٍ.

তোমরা কুরআন শেখ। অতঃপর তা পড় এবং পড়াও। কেননা যে ব্যক্তি কুরআন শিখল এরপর তা পড়ল এবং রাতে (তাহাজ্জুদের) নামাযে তা তিলাওয়াত করল, সে ব্যক্তি এমন পাত্রের মতো, যা মেশক আম্বর দিয়ে পূর্ণ, যা সর্বত্র সুগন্ধি ছড়ায়। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিখে শুয়ে থাকল এ ব্যক্তি এমন পাত্রের ন্যায়, যা মেশক ভরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। (ফলে তা থেকে আর সুগন্ধি বিকরিত হয় না।) -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮৭৬

এ হল কুরআন শিখে তিলাওয়াত করা আর না করার পার্থক্য। তিলাওয়াতে কুরআন কারীম এমন এক আমল, যার মাধ্যমে কুরআনের সাথে সম্পর্কের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে কালামুল্লাহর সুবাস বিকরিত হয়। ঘ্রাণে ঘ্রাণে তা শুভ্র-সতেজ করে তোলে মুমিনের দেহমন। আলোড়িত করে তার মন-মনন। কাজেই কুরআন শিখে তা না পড়া অনেক বড় অপরাধ। আর একজন ঈমানদার বান্দা, যে আল্লাহ ও রাসূল এবং আখেরাতের প্রতি বিশ^াস রাখে, এমন ব্যক্তি আল্লাহর কালাম সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত করতে পারবে না, তা তো কল্পনাই করা যায় না।

আফসোসের বিষয় হল, যেই মুসলমানের ঘর কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হওয়ার কথা ছিল সেখানে অনেক ঘর এমন পাওয়া যায় যেখানে পুরো বছর কুরআন শরীফ কেবলই আলমারির শোভা হয়ে থাকে। রমযান এলে আবার মনে পড়ে কালামুল্লাহর কথা। এটা অত্যন্ত আপত্তির বিষয়। মুমিনের জীবন তো আবর্তিত হবে কুরআনকে ঘিরে। কুরআন থেকে সে আলো গ্রহণ করবে। সে আলোতে পথ দেখবে। তবেই তো গন্তব্যের দেখা মিলবে! তাই আসুন, কুরআনের আরো ঘনিষ্ঠ হই। পরিবার পরিজন, সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও অধীনস্তসহ সবাইকে কুরআনের কাছে থেকে কাছে আনার ফিকির করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন।

কোরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ

মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এসকল নবী-রাসূলদেরকে গাইডবুক হিসেবে সহীফা ও কিতাব দিয়েছেন। এসব কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল-কোরআন। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপরে ঈমান আনা এবং আল-কোরআনকে মেনে চলা মুসলিমদের উপরে আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেছেন।

আল-কোরআন এসেছে বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘রমযান মাস, যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদের্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।’ (সূরা আল-বাকারা-১৮৫) হিদায়াতের এই কিতাব আল-কোরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ করা হয়েছে।

আল-কোরআনের মধ্যে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান

বিশ্ব মানবতার জীবন পরিচালনার জন্য যা দরকার আল্লাহ তায়ালা আল-কোরআনের মধ্যে সব দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্য এমন কিছু নাই যার প্রয়োজন আছে অথচ কোরআনে তা বলা হয়নি, বরং সব কিছুকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিস্কার করে আল-কোরআনে বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।’ (সূরা আন-নাহল- ৮৯)

এ কিতাব থেকে যদি কেউ তার জীবনের চলার গাইড হিসেবে সম্পূর্ণটা মেনে চলে তাহলে সে সকল ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করবে। আর যদি কিছু মানে আবার কিছু অস্বীকার করে তাহলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং

তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।' (সূরা আল-বাকারা- ৮৫)

তাই আমাদের উচিত আল-কোরআন শিক্ষা করা,কোরআনের সকল বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আল-কোরআন মেনে চলা, তাহলেই দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে মুক্তি পাওয়া যাবে।

সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখা ও শেখানোর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামঃ

কুরআনের সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। সীরাতে রাসূল ও হায়াতুস সাহাবায় এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। যখনই কোনো ব্যক্তি বা গোত্র কিংবা কোনো অঞ্চলের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করত নবীজী তাদেরকে দ্বীনের তালীম ও কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য এক বা একাধিক মুআল্লিম নির্ধারণ করে দিতেন। আকাইদ ও মাসায়েলের তালীম দেয়ার পাশাপাশি সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াতও শেখানো হত। এভাবে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শেখা ও শেখানোর ধারা শুরু হয়েছে এবং অব্যাহত ছিল। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কুরআন তিলাওয়াত শেখাতেন এবং তিলাওয়াত করে শোনাতেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি (অতি বড়) অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও

হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিল। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৬৪

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ত্বাবারী রাহ. বলেন-

يقرأ عليهم آي كتابه وتنزيله.

অর্থাৎ কুরআনের আয়াত পড়ে শোনাতেন। (তাফসীরে তবারী ৭/৩৭৯)

ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন-

يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ يتناول هذا وهذا.

জানা থাকা দরকার, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে কুরআনের মর্মও বর্ণনা করেছেন, যেভাবে কুরআনের শব্দ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলার বাণী-

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ.

(হে নবী! আমি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি,) 'যাতে তুমি মানুষের সামনে সেইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে...'- এই আয়াত উভয় বিষয়কে (মর্ম ও শব্দ) শামিল করে। (মাজমূউল ফাতাওয়া ১৩/৩৩১)

কুরআনের এজাতীয় আয়াত থেকে স্পষ্ট, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের হুকুম-আহকামও শেখাতেন এবং তিলাওয়াতও শেখাতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত-

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، التَّشَهّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুরআনের সূরা শেখানোর মত তাশাহহুদের পাঠ শিখিয়েছেন। তখন আমার হাত তাঁর দুই হাতের মাঝে ছিল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬২৬৫

এই হাদীসে একথা স্পষ্ট যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন মাজীদ শব্দে শব্দে শেখাতেন।

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম নবীজী থেকে শুধু সঠিক উচ্চারণই শেখেননি; বরং কোথায় মাদ্, কোথায় গুন্নাহ করতে হয় সেগুলোও শিখেছেন। হাদীস ও আসারে এমন বর্ণনা প্রচুর রয়েছে।

একটি হাদীসে এসেছে-

سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدا، ثم قرأ:
{بسم الله الرحمن الرحيم} يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم.

হযরত আনাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তিলাওয়াত করতেন? তিনি বললেন, নবীজী মাদ্দসহ তিলাওয়াত করতেন। তারপর তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে শোনালেন। 'বিসমিল্লাহ -এর 'আল্লাহ' শব্দ টেনে পড়লেন। 'আর রাহমান'-এর 'মীম' টেনে পড়লেন। 'আর রাহীম'-এর 'হা' টেনে পড়লেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৪৬

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. বলেন-

قال القراء:
...ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، هم متعبدون بتصحيح ألفا ظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء، المتصلة بالحضرة النبوية.

ইলমে কিরাতের ইমাগণ বলেন, ...একথা অনস্বীকার্য, উম্মতের জন্য যেভাবে কুরআন বোঝা এবং এর আদেশ-নিষেধ মানা আবশ্যক, ঠিক সেভাবে কুরআনের শব্দ ও

অক্ষরগুলো সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়া ও উচ্চারণ করাও আবশ্যক; যেভাবে ইলমে কেরাতের ইমামগণের মাধ্যমে যুগ পরম্পরায় নবীজী থেকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। -আলইতকান ফী উলূমিল কুরআন ১/৩৪৬

রাসূলের সীরাত ও সাহাবীদের জীবনী থেকে সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখার কিছু নমুনা :

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর তিলাওয়াত শেখা

তিনি বলেন-

أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعِينَ سُورَةً، وَلَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ.

আমি এককভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান থেকে সত্তরটি সূরা শিখেছি। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৪৩৩০

আলী রা.-এর কাছে আবু আব্দুর রহমান সুলামী রা.-এর তিলাওয়াত শেখা

عن عاصم قال ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمي وكان قد قرأ على علي رضي الله عنه.

আসেম রহ. বলেন, আমাকে আবু আব্দুর রহমান সুলামী রা. তিলাওয়াত শিখিয়েছেন আর তিনি পড়েছেন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। -মারিফাতুল কুররা, যাহাবী ১/২৭

উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর কাছে যারা পড়েছেন

أخذ عنه القراءة ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن السائب.

তাঁর (উবাই ইবনে কা'ব) থেকে তিলাওয়াত শিখেছেন ইবনে আব্বাস রা. ও আবু হুরাইরা রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে সায়িব রা.। -মারিফাতুল কুররা, যাহাবী ১/২৯

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে মুআয ইবনে জাবাল রা.-এর তিলাওয়াত শেখা

عن عبد الله، قال: جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقرئني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله أقرئه، فأقرأته ما كان معي، ثم اختلفت أنا وهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه معاذ، وكان معلما من المعلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, মুআয ইবনে জাবাল রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কুরআন শিখিয়ে দিন! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তাকে পড়িয়ে দাও।

আমার যা মুখস্থ ছিল তা আমি তাকে পড়িয়ে দিলাম। অতঃপর আমি ও তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলে মুআয রা. পড়ে শোনালেন। তিনি নববী যুগে একজন মুআল্লিম ছিলেন। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৩০৬৮৫

নবীজীর কাছে কোনো গোত্রের পক্ষ থেকে ওয়াফ্দ বা প্রতিনিধিদল এলেও তিনি তাদের জন্য কুরআন ও দ্বীন শেখার ব্যবস্থা করতেন।

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা আ'জমী রাহ. বলেন-

أما القبائل والأشخاص الذين كانوا يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يوزعون على دور الأنصار، ليقوموا بضيافتهم وتعليمهم.

ولقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، "كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا : خير إخوانكم، ألانوا فراشنا، وأطابوا مطعمنا، وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بنا".

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তি এলে তাদেরকে বিভিন্ন আনসারী সাহাবীদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হত, যাতে তাঁরা তাদের মেহমানদারী করেন এবং তাদেরকে দ্বীনের তালীম দেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে কেমন পেলে? কেমন আদর আপ্যায়ন পেলে?

তাঁরা বললেন, অনেক ভালো। তাঁরা আমাদের জন্য নরম বিছানার ব্যবস্থা করেছেন, ভালো খাবারের ইন্তেজাম করেছেন। রাতে ও দিনে তাঁরা আমাদেরকে মহান রবের কিতাব শিখিয়েছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত শিখিয়েছেন। একথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশী হলেন।' -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৫৫৫৯; দিরাসাত ফিল হাদীসিন নাবাবী ১/৫২-৫৩

ওয়াফেদ আমের

)وقدم عليه) وفد عامر عشرة نفر، فأسلموا وتعلموا شرائع الإسلام، وأقرأهم أبي القرآن وانصرفوا.

ওয়াফেদ আমেরের দশজন ব্যক্তি নবীজীর কাছে আসে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের বিধানাবলি শেখে। উবাই ইবনে কা'ব রা. তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত শিখিয়ে দেন, তারপর তারা ফিরে যায়। -তারীখে ইবনে খালদূন ২/৫৫

উসমান ইবনে আবিল আস রা.-এর কুরআন শেখা

قدم عثمان بن أبي العاص على رسول الله مع وفد ثقيف وكان أصغر الوفد سنا، فكانوا يخلفونه على رحالهم يتعاهدها لهم، فإذا رجعوا من عند رسول الله وناموا، وكانت الهاجرة، أتى عثمان رسول الله فأسلم قبلهم سرا منهم، وكتمهم ذلك، وجعل يسأل رسول الله عن الدين ويستقرئه القرآن، فقرأ سورا من في رسول الله، وكان إذا وجد رسول الله نائما عمد إلى أبي بكر فسأله واستقرأه. وإلى أبي بن كعب فسأله واستقرأه. فأعجب به رسول الله وأحبه.

উসমান ইবনে আবিল আস রা. ওয়াফেদ সাকীফের সাথে নবীজীর দরবারে এলেন। তখন তিনি বয়সে সবার ছোট ছিলেন। গোত্রের লোকেরা তাঁকে সামানা দেখাশোনার জন্য তাবুঁতে রেখে আসত। তাঁরা যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে ফিরে এসে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ত, তখন তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে আসতেন। তিনি তাঁদের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং বিষয়টি তাঁদের কাছে গোপন রেখেছিলেন। (ওই সময়ে এসে) তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দ্বীন সম্পর্কে জানতে চাইতেন। তাঁকে কুরআন পড়ানোর জন্য বলতেন। এভাবে তিনি নবীজীর যবান থেকে কিছু সূরা শিখে নিয়েছিলেন। যদি নবীজীকে ঘুমে পেতেন তাহলে আবু বকর রা.-এর কাছে গিয়ে দ্বীন শিখতেন এবং তাঁকে কুরআন পড়াতে বলতেন। আবার উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর কাছে গিয়ে দ্বীন শিখতেন এবং তাঁকে কুরআন পড়াতে বলতেন। তাঁর এমন আগ্রহ দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হন। -আততবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ ৬/৪৭

কোনো শহর বা অঞ্চল বিজিত হলে বা সেখানকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে দ্বীনের তালীম ও কুরআনের সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখানোর জন্য এক বা একাধিক মুয়াল্লিম প্রেরণ করা হত। যেমন :

কুরআন শেখাতে মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-কে মদীনায় পাঠানো হয়েছিল

এক বছর হজে¡র মৌসুমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে মদীনার কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যায়। পরবর্তী বছরে বারোজন লোক আসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা যাহাবী রাহ. বলেন-

فلما كان العام المقبل خرج منهم اثنا عشر رجلا، فهي العقبة الأولى، فانصرفوا معهم.

وبعث النبي مصعب بن عمير يقرئهم ويفقههم.

পরবর্তী বছর (হজে¡র মৌসুমে) বারোজন লোক আসে (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে)। এটিই আকাবায়ে উলা হিসেবে প্রসিদ্ধ। সবার সাথে তাঁরাও ফিরে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কুরআনের তিলাওয়াত

শেখানো এবং দ্বীনের তালীমের জন্য মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-কে প্রেরণ করেন। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/৩০০

ইয়ামানে পাঠানো হয় মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে

আবু তামীম জায়শানী রাহ. বলেন-

أقرأني معاذ القرآن حين بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن.

মুআয রা. আমাকে কুরআন তিলাওয়াত শিখিয়েছেন, যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। -সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী ৪/৭৪

কূফায় প্রেরণ করা হয় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে

হারেছা রাহ. বলেন-

قرئ علينا كتاب عمر: إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما من النجباء من أصحاب رسول الله من أصحاب بدر، وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم، فتعلموا منهما واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي.

উমর রা.-এর পত্র আমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হল- 'আমি তোমাদের কাছে আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে আমীর হিসেবে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে মুয়াল্লিম ও গভর্নর হিসেবে পাঠালাম। তাঁরা দুজন সম্ভ্রান্ত সাহাবী এবং আসহাবে বদরের অন্তর্ভুক্ত। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে তোমাদের বাইতুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত করলাম। তোমরা তাদের থেকে দ্বীন শিখে নাও এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। আমি আমার প্রয়োজনের ওপর তোমাদের প্রাধান্য দিয়ে আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-কে তোমাদের নিকট পাঠালাম। -আততবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ ৬/৮৮

হযরত আলকামা রাহ. বলেন-

كنا جلوسا عند عبد الله ومعنا زيد بن حدير، فدخل علينا خبّاب فقال: يا أبا عبد الرحمن أكلّ هؤلاء يقرأ كما تقرأ؟ فقال: إن شئت أمرت بعضهم فقرأ عليك، قال: أجل، فقال لي: اقرأ، ... قال: فقرأت خمسين آية من مريم، فقال خبّاب: أحسنت.

আমরা আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা.-এর কাছে বসা ছিলাম। যায়েদ ইবনে হুদায়র আমাদের সাথে ছিলেন। খাব্বাব রা. আমাদের মজলিসে এসে (ইবনে মাসউদ রা.-কে) বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! এরা সবাই কি আপনার মত পড়তে পারে? তিনি বললেন, আপনি যে কাউকে বলতে পারেন, সে আপনাকে পড়ে শোনাবে। তিনি (খাব্বাব রা.) বললেন, ঠিক আছে!

পরে আমাকে বললেন, তুমি পড়ো!... আলকামা রাহ. বলেন, আমি 'সূরা মারইয়ামের' পঞ্চাশ আয়াত পড়লাম। (পড়া শুনে) খাব্বাব রা. বললেন, মাশাআল্লাহ! অনেক ভালো পড়েছ। -তারীখে দিমাশক, ইবনে আসাকির ৪১/১৭৫

শামে পাঠানো হয়েছিল উবাদা ইবনে সামেত রা., মুআয ইবনে জাবাল রা. ও আবুদ্ দারদা রা.-কে

قال مُحَمّد بْن كعب القرظي: ... وكان عبادة يعلم أهل الصفة القرآن، ولما فتح المسلمون الشام أرسله عمر بْن الخطاب، وأرسل معه معاذ بْن جبل، وأبا الدرداء، ليعلموا الناس القرآن بالشام ويفقهوهم في الدين، وأقام عبادة بحمص، وأقام أَبُو الدرداء بدمشق، ومضى معاذ إِلَى فلسطين، ثم صار عبادة بعد إِلَى فلسطين.

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আলকুরাযী রাহ. বলেন, ...উবাদা রা. আহলে সুফ্ফাকে কুরআন শেখাতেন। যখন মুসলমানরা 'শাম' জয় করলেন, উমর রা. তাঁকে, মুআয ইবনে জাবাল রা. ও আবুদ্ দারদা রা.-কে তাঁর সাথে 'শামের' লোকদের কুরআন এবং দ্বীন শেখানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। উবাদা রা. 'হিমসে' অবস্থান নিলেন। আবুদ্ দারদা রা. 'দিমাশকে' এবং মুআয রা. 'ফিলিস্তিনে'। পরবর্তীতে উবাদা রা.-ও ফিলিস্তিন চলে আসেন। -উসদুল গাবাহ ৩/১৫৮

দিমাশকের মসজিদে আবুদ্ দারদা রা.

قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلّى الغداة في جامع دمشق، اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم عشرة عشرة، وعلى كل عشرة عريفا، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفهم، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء فيسأله عن ذلك.

সুয়াইদ ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন, আবুদ্ দারদা রা. 'দিমাশেকের' মসজিদে ফজরের নামাযের পর লোকেরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে বসতো কুরআন পড়ার জন্য। তিনি দশজন দশজন করে কয়েকটি জামাতে ভাগ করে দিতেন। প্রত্যেক দশজনে তিলাওয়াতে অভিজ্ঞ একজন প্রশিক্ষক থাকতেন। আবুদ্ দারদা রা. মেহরাবে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। কেউ না পারলে নিজ প্রশিক্ষকের কাছে যেত। প্রশিক্ষকও না পরলে আবুদ্ দারদা রা.-এর কাছ থেকে জেনে নিত। -মা'রিফাতুল কুররা, যাহাবী, পৃ. ২০

আবুদ্ দারদা রা.-এর মজলিসে লোকও হত অনেক। মুসলিম ইবনে মিশকাম রাহ. বলেন-

قال لي أبو الدرداء: اعدد من يقرأ عندي القرآن، فعددتهم ألفا وستمائة ونيفا.

আবুদ্ দারদা রা. আমাকে বললেন, গুনে দেখ তো, আমার কাছে কতজন কুরআন পড়ে? আমি গুনে দেখলাম এক হাজার ছয় শ'রও বেশি। -গায়াতুন নিহায়াহ ১/৬০৬-৬০৭

বসরায় প্রেরণ করা হয় আবু মূসা আশআরী রা.-কে

এই মহান সাহাবী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রাহ. বলেন-

هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقدم مع جعفر زمن فتح خيبر، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ على اليمن، ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة، وكان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله، إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن. روى علما طيبا مباركا وأقرأ

القرآن. حدث عنه طارق بن شهاب، وابن المسيب، والأسود، وأبو وائل، وأبو عبد الرحمن السلمي، وربعي بن حراش، وأبو عثمان النهدي وخلق، أقرأ أهل البصرة وأفقههم.

(আবু মূসা আশআরী রা.) খায়বার বিজয়ের সময় হযরত জাফর রা.-এর সাথে মদীনায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজরত করে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয রা.-এর সাথে তাঁকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে উমর রা.-এর পক্ষ থেকে 'কূফা ও বসরা'র গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান, পুণ্যবান, বিদগ্ধ আলেম ছিলেন। অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তার জুড়ি নেই। (বসরায়) বরকতপূর্ণ ও কল্যাণকর ইলম প্রচার করেছেন এবং কুরআন পড়িয়েছেন। তারেক ইবনে শিহাব, ইবনুল মুসায়্যিব, আসওয়াদ, আবু ওয়ায়েল, আবু আব্দুর রহমান সুলামী, রিবয়ী ইবনে হিরাশ এবং আবু উসমান নাহদী ও আরো অনেকে তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেন। তিনিই ছিলেন 'বসরা'য় কুরআনের সবচেয়ে বড় আলেম ও সবচেয়ে বড় ফকীহ। -তাযকিরাতুল হুফফায ১/২২

সহীহভাবে কুরআন শেখার সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতেও উৎসাহ প্রদান করেছেন।

শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় লক্ষণীয়, যা শুধু কুরআনের সাথেই নির্দিষ্ট। আরবী ভাষার অন্য কোথাও এর ব্যবহার নেই। মাদ্, ইমালাহ, গুন্নাহ, গুন্নাহের প্রকারভেদে উচ্চারণের ভিন্নতা এবং আরো যে বিষয়গুলো শুধু কুরআন তিলাওয়াতের সাথেই সম্পৃক্ত, এই বিষয়গুলো নিজে নিজে অর্জন করা যায় না। উস্তাযের তিলাওয়াত শুনে মশক করে শিখতে হয়। সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত না শিখলে তিলাওয়াতে এমন ভুল হয়ে যায়, যার কারণে নামাযই নষ্ট হয়ে যায়। তাই সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখা আবশ্যক।

উদ্ধৃত ঘটনাগুলো থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই সাহাবায়ে কেরাম কুরআন শেখা ও শেখানোর প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

আমাদেরকেও সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শেখার ও শেখানোর প্রতি মনোযোগী ও আগ্রহী হতে হবে। সাহাবায়ে কেরামের মতো আমাদেরকেও এর প্রতি যত্নবান হতে হবে। কুরআন যথাযথভাবে শিখলে এবং কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন গড়লে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদীসের শামিল হব, যে হাদীসে নবীজী বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে কুরআন শেখে এবং শেখায়।

কোরআন তেলাওয়াত একটি লাভজনক ব্যবসা

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত আল্লাহর সঙ্গে একটি লাভজনক ব্যবসা। বিভিন্ন ব্যবসায় লাভ এবং ক্ষতি দু'টিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এখানে লাভ ছাড়া কোনো প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা নেই। এ বিষয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না।' পরবর্তী আয়াতে আরও বলা হয়েছে, 'পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।' -সুরা ফাতির : ২৯-৩০

কোরআন পড়া উত্তম সম্পদ অর্জন

কোরআন পড়া বা শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকা উত্তম সম্পদ অর্জন করার অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কেন সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কোরআন হতে দু'টি আয়াত পড়ে না বা শিক্ষা দেয় না?

তাহলে সেটি তার জন্য দু'টি উট লাভ করার চেয়ে উত্তম হবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম। চারটি আয়ত চার উট অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটের সংখ্যা অপেক্ষা উত্তম। -সহিহ মুসলিম : ১৩৩৬

কোরআন তেলাওয়াত ঈমান বাড়ায়

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত বান্দার জন্য এমন উপকারী যে, তা তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।' -সুরা আনফাল : ২

কোরআনের ধারক-বাহক ঈর্ষণীয় ব্যক্তি

কোনো ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তার হক আদায় করে তেলাওয়াত করলে তার সঙ্গে ঈর্ষা কিংবা তার মতো হওয়ার আকাঙ্খা করা যাবে।

ইসলামি শরিয়তে একমাত্র দুই ব্যক্তির ওপর ঈর্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহতায়ালা কোরআনের ইলম দান করেছেন, সে দিবা-রাত্রি ওই কোরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে। দ্বিতীয় সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহতায়ালা ধন-সম্পদ দান করেছেন। সে তা দিনরাত (বৈধ কাজে) খরচ করে। -সহিহ বোখারি : ৭৫২৯

দৈনন্দিন তিলাওয়াতের অংশ

সাধারণ নিয়মে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে বিশেষ কিছু সূরা ও আয়াত দৈনিক বা বিশেষ সময়ে তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে হাদীসে। সেজন্য ঐ সময়ে ঐ সূরা বা আয়াত তিলাওয়াতে বিশেষ ফযীলতের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এমন দুয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল।

সাহাবী আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পড়বে তার জন্য তা (রাতের আমল হিসেবে এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে) যথেষ্ট হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০০৯

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন-

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ.

তোমাদের কেউ কি রাতের বেলা কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে পারবে?

বিষয়টি তাঁদের কাছে কঠিন মনে হল। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কে তা পারবে? তখন তিনি বললেন-

اَللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

সূরা ইখলাস (তিলাওয়াত) কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ (তিলাওয়াতের সমান)। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১৫

রাতের বেলা সূরা ইখলাসের সাথে সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিলাওয়াতের কথাও এসেছে হাদীসে। আম্মাজান আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، نَفَثَ فِي كَفّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا، ثُمّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন বিছানায় আসতেন, (ঘুমানোর আগে) সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে দুই হাতের তালুতে (একত্র করে) ফুঁ দিতেন। এরপর সেই দুই হাতে চেহারা ও পুরো শরীর যতদূর সম্ভব মুছে নিতেন। আয়েশা রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে গেলে আমাকে আদেশ করতেন, আমি তা (সূরাগুলো পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে শরীর মোছার কাজ) করে দিতাম। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৪৮

অন্য রেওয়ায়েতে আছে-

يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

দুই হাতে পুরো শরীর যতদূর সম্ভব মুছে নিতেন। মোছা শুরু করতেন মাথা, চেহারা ও শরীরের সম্মুখভাগ থেকে। তিনবার এমন করতেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এসব আমলের ফায়েদা বহুমূখী। কোনো কোনো হাদীসে নির্দিষ্ট কিছু ফায়েদার কথা উল্লেখিতও হয়েছে। মূলত উম্মতের নানা প্রয়োজন ও ফায়েদা লক্ষ্য করেই তিনি এসব আমল শিক্ষা দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। আমাদের উচিত হাদীসে বর্ণিত এইসব আমলকে অত্যন্ত যত্ন ও গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করা।

কুরআন তিলাওয়াতের প্রাসঙ্গিক ফায়েদা

কুরআন মাজীদের কিছু সূরা ও আয়াতের প্রাসঙ্গিক ফায়েদাও বর্ণিত হয়েছে হাদীসে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত হল 'আয়াতুল কুরসী'। এই আয়াতের ফায়েদা বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা রা.-এর ঘটনায়। ঘটনাটি সহীহ বুখারীসহ হাদীসের অন্য অনেক কিতাবে এসেছে। সহীহ বুখারীতে এসেছে কয়েকবার। বিস্তারিতভাবে এবং সংক্ষেপে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে রমযানে উসূলকৃত যাকাতের সম্পদ হেফাযতের দায়িত্ব দিলেন। এক রাতে এক আগন্তুক খাদ্যের স্তূপ থেকে দু হাত ভরে নিয়ে যেতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, অবশ্যই আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যাব।... আবু হুরায়রা রা. পুরো ঘটনা বর্ণনা শেষে বলেন, তখন আগন্তুক আমাকে বলল-

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

আপনি রাতে যখন ঘুমাতে যাবেন আয়াতুল কুরসী পড়বেন। তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন হেফাযতকারী ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থাকবে। ফলে শয়তান আপনার কাছেও ভিড়তে পারবে না। ঘটনা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ.

সে ছিল (ইবলিস) শয়তান। সে মিথ্যুক হলেও কথা সত্য বলেছে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১০

আরেকটি বর্ণনায় উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা পাওয়া যায়। তাঁর খেজুরের স্তূপ ছিল। তিনি দেখতে পেলেন সেখান থেকে খেজুর কেবলই কমছে। এক

রাতে পাহারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। দেখলেন, কিছুটা সাবালক ছেলের মতো একটা প্রাণী। তিনি তাকে সালাম দিলেন। সে উত্তর দিল।

জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জীন না ইনসান? বলল, জীন। ...একপর্যায়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী?

সে বলল, তুমি সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসী পড়তে জানো?

বললেন, হাঁ।

সে বলল-

إِذَا قَرَأْتَهَا غُدْوَةً أُجِرْتَ مِنَّا حَتَّى تُمْسِيَ، وَإِذَا قَرَأْتَهَا حِينَ تُمْسِي أُجِرْتَ مِنَّا حَتَّى تُصْبِحَ.

এই আয়াত তুমি সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের থেকে রক্ষা পাবে। সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত রক্ষা পাবে।

উবাই রা. বলেন, সকালে আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ঘটনাটি শোনালাম। তিনি বললেন-

صَدَقَ الْخَبِيثُ.

খবীসটি সত্য বলেছে। -নাসায়ী, সুনানে কুবরা, হাদীস ১০৭৩০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৮৪; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২০৬৪।

বিশেষ কয়েকটি আয়াত ও সূরা

পুরো কুরআন মাজীদই ওহী এবং আল্লাহ তাআলার কালাম। পুরো কুরআন মাজীদই নূর ও হেদায়েতে পূর্ণ। কুরআন মাজীদের যে কোনো জায়গা থেকে তিলাওয়াত করলেই প্রতি হরফে কমপক্ষে দশ নেকী। তদুপরি বিশেষ কিছু আয়াত ও সূরা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন একটি হাদীসে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ

দুই আয়াতের মহিমা উল্লেখিত হয়েছে। সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বসা ছিলেন। এমন সময় ওপরের দিক থেকে দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠালেন। তখন জিবরাঈল আ. বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা। আজই প্রথম খোলা হল। আগে কখনো এ দরজা খোলা হয়নি।

সেখান থেকে একজন ফেরেশতা নেমে এলেন।

তিনি বললেন, এই ফেরেশতা আজকের আগে আর কখনো পৃথিবীতে আসেননি।

ফেরেশতা সালাম দিয়ে বললেন-

أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ.

আপনি এমন দুটি ‘নূরের’ সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা শুধু আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আপনার পূর্বে আর কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। আপনি এর যে কোনো হরফ পড়বেন তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেওয়া হবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৬

সূরা ফাতিহার গুরুত্ব ও বিশেষত্বের কথা আরও কয়েকটি হাদীসে এসেছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো একটি বর্ণনায় এসেছে মানবজাতির বিরাট প্রাপ্তি ও সৌভাগ্যের কথা।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি ও আমার বান্দার মাঝে নামাযকে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করেছি। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়।

বান্দা যখন বলে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।

সে যখন বলে-

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে।

সে যখন বলে-

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে।

বর্ণনাকারী কখনো বলেন, আল্লাহ বলেন, বান্দা তার সকল বিষয় আমার কাছে সোপর্দ করেছে।

বান্দা যখন বলে-

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দা উভয়ের মাঝে। আমার বান্দা যা চায় তা-ই তাকে দেওয়া হবে।

বান্দা যখন বলে-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ.

তখন আল্লাহ বলেন, এ সবই আমার বান্দার জন্য। বান্দা যা চায় তা-ই তাকে দেওয়া হবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯৫

এভাবে কিছু সূরা ও কিছু আয়াতকে তার বিষয়বস্তু বা অন্য কোনো কারণে বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা দান করা হয়েছে। বাহ্যত মনে হয়, এ আয়াত ও সূরা যেন বান্দা বেশি বেশি তিলাওয়াত করে এবং তার মধ্যকার ফায়েদা সহজেই লাভ করতে পারে সেজন্যই তা করা হয়েছে।

একটি হাদীসে সূরা ইখলাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলির আলোচনা আছে বলে তার ফযীলত বেশি হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীসটি আম্মাজান আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। সেখানে এক সাহাবীকে নামাযে বারবার সূরা ইখলাস পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন-

لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمنِ وَأَنَا أُحِبّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا.

কেননা তা (এই সূরা) কেবলই আল্লাহ তাআলার গুণাবলি। তাই আমি এটি পড়তে ভালবাসি। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩৭৫

একই কথা আয়াতুল কুরসীর ক্ষেত্রে। সেখানেও আল্লাহ তাআলার গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলির আলোচনা এসেছে।

বিখ্যাত সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আবুল মুনযিরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল মুনযির, তুমি কি জানো আল্লাহর কিতাবের যে আয়াতগুলো তুমি মুখস্থ করেছ তার মধ্যে কোন্ আয়াত শ্রেষ্ঠ?

আবুল মুনযির বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

তিনি আবার বললেন, হে আবুল মুনযির, তুমি কি জানো, আল্লাহর কিতাবের যে আয়াতগুলো তুমি মুখস্থ করেছ তার মধ্যে কোন্ আয়াত শ্রেষ্ঠ?

তখন আমি বললাম-

اَللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.

(এ আয়াতটি)।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে চাপড় দিয়ে বললেন, ইলম তোমার জন্য সহজ হোক হে আবুল মুনযির। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১০

নির্দিষ্ট সূরার প্রতি আগ্রহ

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে গিয়ে নির্দিষ্ট কোনো সূরা ভালো লাগা বা সেই সূরার প্রতি বিশেষ টান ও মহব্বত সৃষ্টি হওয়ার প্রসঙ্গও এসেছে হাদীসে। এ ধরনের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে আনাস রা. থেকে। সেখানেও আছে, এক সাহাবী নামায পড়াতেন এবং নামাযে খুব বেশি সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন। মুসল্লিরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার এ অবস্থা জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে সাহাবী বললেন, আমি এই সূরাটিকে খুব ভালবাসি।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

حُبّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجَنّةَ.

এই সূরার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৭৪

সূরা ইখলাসের গুরুত্বের কথা অনেক হাদীস থেকেই বুঝা যায়। ছোট্ট এই সূরাটি সহীহ-শুদ্ধভাবে আয়ত্ব ও মুখস্থ করে নিয়মিত তিলাওয়াত করা আমাদের যে কারও জন্যই সহজ।

এক হাদীসে সকাল-সন্ধ্যা সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার করে তিলাওয়াত করার আদেশ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে বলেন-

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

এগুলো সকল সমস্যা ও অনিষ্ট থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৮২

কুরআনকে বানিয়ে দিন হৃদয়ের বসন্ত

উল্লেখিত ফায়েদা ও ফযীলত ছাড়াও কুরআন তিলাওয়াতের অনেক ফায়েদা-ফযীলতের কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একজন মুমিনের তিলাওয়াতপ্রিয় জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষার জন্য কি এটুকুই যথেষ্ট নয় যে, কুরআন ‘আল্লাহর কালাম’। মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী। কুরআন আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং লওহে মাহফুযে সংরক্ষিত। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সায়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। যিনি বলেছেন, দুই ব্যক্তির বেলায় কেবল ঈর্ষা হতে পারে-

এক. আল্লাহ যাকে কুরআন শেখার তাওফীক দিয়েছেন, ফলে সে দিনরাত তিলাওয়াত করে। তার প্রতিবেশী শুনে বলে, হায় যদি আমাকেও তার মতো তাওফীক দেওয়া হত; আমিও এমন আমল করতাম যেমন সে করে!

দুই. আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা উত্তম কাজে ব্যয় করে। তখন কেউ বলে, হায় যদি আমিও তার মতো প্রাপ্ত হতাম, তার মতো আমল করতাম। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৬

পাশাপাশি তিনি এভাবে দুআ করেছেন এবং আমাদেরকে এভাবে দুআ করতে শিখিয়েছেন-

اللّٰهُمّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي.

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার একজন দাস। আপনার এক দাসের পুত্র। আপনার এক দাসীর সন্তান। আমার ঝুঁটি (পূর্ণ সত্তা) আপনার হাতে। আমার উপর আপনার বিধানই কার্যকর। আমার সম্পর্কে আপনার ফায়সালা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। আমি আপনার সকল নামের উসিলায় প্রার্থনা করছি -যে নাম দিয়ে আপনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন কিংবা আপন কিতাবে নাযিল করেছেন কিংবা নিজের কোন সৃষ্টিকে শিক্ষা দিয়েছেন কিংবা আপনার কাছেই গোপন রেখেছেন- কুরআনকে বানিয়ে দিন আমার হৃদয়ের বসন্ত, চোখের জ্যোতি, চিন্তা বিদূরক ও দুশ্চিন্তার উপশম। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৩২৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯৭২ হ

উপসংহারঃ

আল্লাহ তা'আলা আমদের জন্য কুরআনকে দিকনির্দেশনা হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহপাক কুরআনের মধ্যেই আমাদের দৈনন্দিন পথ চলার উপায় বাতলে দিয়েছেন। কুরআনের পরতে পরতে এর জন্য নেকী রেখেছেন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আমদের জন্য শিফা রেখেছেন। কুরআন পরকালে তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। কুরআন শিখা এবং শিক্ষা দেওয়া আমাদের জন্য উত্তম। সঠিক ভাবে কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে। কুরআন তিলাওয়াত করলে আমাদের মন ভালো থাকে। কুরআন পাঠের মাধ্যমে এবং আমল করার মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে। কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ্ যার কোন বিকৃতি ঘটে নি। কুরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।